যুগান্তর

তারিখ ... 29 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শিথিল হচ্ছে প্রধান শিক্ষক ও ত্রিশ ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগের শর্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের শর্ত শিথিল হচ্ছে। এখন থেকে ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলেই প্রধান শিক্ষক হওয়া যাবে। এক্ষেত্রে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যক নয়। সূত্র আরও জানায়, মোট শিক্ষকের মধ্যে ৩০ ভাগ বাধ্যতামূলকভাবে নারীদের নিয়োগের বিধিটিও শিথিলের প্রক্রিয়া চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘস্থায়ী সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিষয় দুটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে দু-একদিনের মধ্যে পরিপত্র জারি হবে। বাকিটির ক্ষেত্রে কয়েকদিন বিলম্ব হবে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ মোঃ শাহ আলম মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ে যুগান্তরকে জানান, বিষয় দুটি নিয়ে ইতিমধ্যে কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পরামর্শও দিয়েছেন।

১৯৯৫ সালের সরকারি জনবল বিধি অনুযায়ী বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সূত্র জানায়, এ বিধানটি কার্যকর করার পর সারাদেশে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সারাদেশে সহস্রাধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। ওইসব পদে ভারপ্রাপ্তও নিয়োগ দেয়া যায়নি। এর বাইরে আরও বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো পরিচালিত হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের দিয়ে। যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় পূরণ করা যাচ্ছে না।

শিক্ষকরা জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। কমিটি সারাদেশের বাস্তবতার নিরিখে '৯৫ সালে জনবল কাঠামো সংশোধন বা এ সংক্রান্ত বিধিবিধান শিথিল করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। বৈঠক থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০ ভাগ নারী শিক্ষক

হচ্ছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

হচ্ছে : শিথিল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগের যে বিধান রয়েছে তা শিথিল করারও অনুরোধ জানানো হয়।

জানা গেছে, কমিটির সুপারিশের পর মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বোর্ডের মতামত নেয়। বিষয়টিকে বোর্ডগুলোও ইতিবাচক হিসেবে মন্তব্য করেছে। তবে কয়েকটি বোর্ড সাময়িকভাবে শিথিলের পক্ষে মতামত দিয়েছে। তবে একটি বোর্ড পরবর্তীকালে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে সহকারী শিক্ষক হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতার শর্ত দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

১৯৯৯ সালের শেষের দিকে দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগের শর্ত দেয়া হয়। এ শর্তারোপের ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে অনুন্নত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল এলাকার প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক না পাওয়ার অভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ে। যা শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠদানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে শর্ত শিথিলের অনুরোধ জানানো হয়। এই অবস্থায় ২০০৫ সালে শর্ত শিথিল করে প্রজ্ঞাপন জারি হয়।